# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮


তারিখ: ২৪.১১.২৪

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি) চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার থেকে প্রাপ্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

### পরিকল্পিত চট্টগ্রাম গড়তে নগর পরিকল্পনায় জোর দিতে হবেঃ মেয়র ডা. শাহাদাত

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি) চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের আয়োজনে আজ, শনিবার, ১৬ নভেম্বর ২০২৪, বি.আই.পি'র সুবর্ণজয়ন্তী এবং বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০২৪ উপলক্ষে জাতীয় সেমিনার চট্টগ্রাম নগরীর আইইবি সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: "সমগ্র দেশের পরিকল্পনা করি, বৈষম্যহীন সুষম বাংলাদেশ গড়ি" ।সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান এবং সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ শেখ মুহাম্মদ মেহেদী আহসান। সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রাশিদুল হাসান, সভাপতি, বি.আই.পি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার ।সেমিনারে বক্তারা বাংলাদেশের সুষম উন্নয়ন ও নগর পরিকল্পনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আবু ঈসা আনসারী নগর পরিকল্পনায় জনগণের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন যে উন্নয়ন প্রকল্পে জনমত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের কথা উল্লেখ করেন এবং মেয়রের সহযোগিতা চান। তিনি মাস্টারপ্ল্যানটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন নগর সরকারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন, "চট্টগ্রাম বাঁচলেই বাংলাদেশ বাঁচবে।" তিনি উল্লেখ করেন যে, অতীতে নগর পরিকল্পনায় পরিকল্পনাবিদদের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৪১টি ওয়ার্ডে অন্তত ১৬ জন পরিকল্পনাবিদের নিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, "সকল সংস্থা ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং টেকসই নগরী গড়ে তুলতে পারি।" বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান অতীতের নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সমালোচনা করেন এবং বলেন, "চট্টগ্রাম শহরে পরিকল্পনার চেয়ে অর্থের অপচয় বেশি হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প। তবে অন্তরবর্তীকালীন সরকার অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বন্ধ করে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।"সেমিনারে বক্তারা সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি চট্টগ্রাম নগরীকে টেকসই, বাসযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নগর পরিকল্পনাবিদদের ভূমিকা জোরদার করার আহ্বান জানান। এছাড়াও, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়ন প্রকল্পে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন চুয়েট নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান দেবাশীষ রায় রাজা, নগর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, বিশেষজ্ঞ সুভাষ বড়ুয়া, চউকের উপ-প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ আবু ঈসা আনসারী এবং চুয়েটের শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

### পরিচ্ছন্ন চট্টগ্রাম  গড়তে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চাইলেন মেয়র ডা. শাহাদাত

পলিথিন এবং ককশিটের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরকে পরিচ্ছন্ন নগর হিসেবে গড়তে ব্যবসায়ীরা ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শুক্রবার নগরীর মিমি সুপার মার্কেটের উইন্টার এন্ড ওয়েডিং ফেস্টিভাল ২০২৪ এ  উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন মেয়র। মেয়র বলেন,  চট্টগ্রাম শহরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চাইলে নগরীকে জলাবদ্ধতা এবং ডেঙ্গুর সংক্রমণ থেকে মুক্ত করতে হবে।  এ দুটি লক্ষ্য অর্জন সম্ভব যদি আমরা চট্টগ্রামকে পরিচ্ছন্ন করতে পারি। এক্ষেত্রে পলিথিন এবং ককশিটের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরকে পরিচ্ছন্ন নগর হিসেবে গড়তে ব্যবসায়ীরা ভূমিকা রাখতে পারেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিমি সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সহ-সভাপতি এ কে এম আব্দুল হান্নান আকবর, সাধারণ সম্পাদক

# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮


বিপ্লব বসাক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইসহাক, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফরহাদুল ইসলাম চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জিয়া উদ্দিন চৌধুরী, সদস্য পিংকু পাল, মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, নুরুল কবির, বদিউল আলম বদি।

## “ডাক দিয়ে যাই” এর বাউবি এইচএসসি নবিনবরণ অনুষ্ঠান উদযাপন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অরাজনৈতিক সংগঠন “ডাক দিয়ে যাই” চট্টগ্রাম অঞ্চলের আয়োজনে বাউবি এইচএসসি ২৪ ব্যাচের নবিনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সংগঠনের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক ও হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের ভি.পি. মোঃ পারভেজ খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর তাহমিনা আক্তার নূর, অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ। প্রধান বক্তা ছিলেন কাজী জাকির হোসেন, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ডাক দিয়ে যাই। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ রেজা খান হেলালী, উপাধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এম জুবাইরুল ইসলাম , সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, মাহফুজুল কাদের সাইনুর, সহযোগী অধ্যাপক সমাজকর্ম বিভাগ, ফরহাদ হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি,চট্টগ্রাম অঞ্চল সাংগঠনিক সচিব, কেন্দ্রীয় কমিটি, আলী আহমদ শাহিন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রধান, মোহনা টেলিভিশন, সহকারী অধ্যাপক তাজরুল ইসলাম।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮